তারিখ 20 AUG 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

কালের কণ্ঠ

৫১ হাজার আসনে হবে ভর্তিযুদ্ধ

জিপিএ ৫ পেয়েও সবার ভর্তির সুযোগ নেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে

■

চাহিদাসম্পন্ন বিষয়ে আসন খুব একটা বাড়ছে না

শরীফুল আলম সুমন ▷

এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় পাস করেছে আট লাখ ৯৯ হাজার ১৫০ জন। তাদের মধ্যে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৫৮ হাজার ২৭৬ জন। শিক্ষার্থীদের বেশির ভাগেরই প্রথম টার্গেট পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজ। কিন্তু এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আসন খুবই সীমিত। ফলে এবার উচ্চশিক্ষার ৫১ হাজার আসন নিয়েই মূল লড়াইয়ে নামবে শিক্ষার্থীরা। মূলত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি মেডিক্যাল, ডেন্টাল, টেক্সটাইল কলেজ ও মেরিন একাডেমির দিকেই ঝোঁক শিক্ষার্থীদের। অবস্থা এমনই যে জিপিএ ৫ পাওয়া সব শিক্ষার্থীরও ভর্তির সুযোগ নেই তাদের কাঙ্ক্ষিত আসনে। তবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে প্রায় পৌনে আট লাখ আসন। তাই পাস করা শিক্ষার্থীদের ভর্তিতে কোনো সমস্যা নেই।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, উচ্চশিক্ষায় আসন যথেষ্ট আছে। তবে পছন্দের প্রতিষ্ঠানে সবার ভর্তির সুযোগ নেই। এ সমস্যা সব দেশেই আছে।

শিক্ষার্থীরা এইচএসসি পরীক্ষা শেষেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ভর্তি কোচিং নিয়ে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য একে একে তাদের ভর্তি পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি প্রকাশ করছে। মূলত সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'খ' ইউনিটের পরীক্ষা হবে ২৩ সেপ্টেম্বর, 'চ' ইউনিটের ২৪ সেপ্টেম্বর, 'গ' ইউনিটের ২৮ সেপ্টেম্বর, 'ঘ' ইউনিটের ৩০ সেপ্টেম্বর এবং 'ক' ইউনিটের পরীক্ষা হবে ২৩ অক্টোবর। কাছাকাছি সময়েই হবে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা। একজন শিক্ষার্থী পাঁচ থেকে ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে থাকে। ফলে তাকে দৌড়াতে হয় দেশের নানা প্রান্তে। শিক্ষার্থীদের এই কষ্ট লাঘবে ২০১৪ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তাব দিলেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনো তাতে সম্মত হতে পারেনি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরীক্ষা একসঙ্গে হলে একজন শিক্ষার্থী একটি পরীক্ষার মাধ্যমে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অংশ নিতে পারত। তবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো না পারলেও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন সরকারি ও বেসরকারি মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজগুলোর পরীক্ষা একসঙ্গেই হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'উচ্চশিক্ষায় আসনের কোনো ঘাটতি নেই। হয়তো সবাই পছন্দের জায়গায় ভর্তি হতে পারবে না। তবে গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা হওয়া দরকার। কারণ একজন শিক্ষার্থীকে পরীক্ষা দিতে চট্টগ্রাম, খুলনা, দিনাজপুর, ঢাকায় ছোটাছুটি করতে হয়। এটা খুবই কষ্টকর। গুচ্ছভিত্তিক এই পরীক্ষা একবারে না করে প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে করা যেতে পারে। এতে নতুনরা একসঙ্গে আর পুরনোরা একসঙ্গে পরীক্ষায় বসতে পারে। তবে এ জন্য মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগ নিতে হবে। আমরা সহায়তা করতে পারি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। তাই যা করার তাদের সঙ্গে আলোচনা করে মতামত নিয়েই করতে হবে।'

তবে প্রতিবছর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসন সামান্য বাড়লেও চাহিদাসম্পন্ন বিষয় তেমনভাবে বাড়ছে না। বর্তমান যুগ তথ্যপ্রযুক্তির। অথচ এ বিষয়ে পড়ার জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসনসংখ্যা খুবই কম। এ ছাড়া যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ রয়েছে সেখানেও আসন কম। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই যেসব বিষয়ে

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

৫১ হাজার আসনে হবে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষার্থীদের আগ্রহ রয়েছে সেখানেও আসন কম। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ একেবারেই কম, বাধ্য হয়ে ভর্তি হতে হয়, সেসব বিষয়ও রয়েছে। শিক্ষার্থীদের অন্যতম আগ্রহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলেও চলতি শিক্ষাবর্ষের হিসাব মতে, তাদের আসনসংখ্যা মাত্র সাত হাজার দুইটি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ক' ইউনিটের ফার্মেসিতে আসন মাত্র ৬৫টি। ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদের ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান, ইলেকট্রনিকস ও কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আসন ৭০টি, ফলিত রসায়ন ও কেমি কৌশলে ৬০, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৬০ এবং নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আসন মাত্র ২৫টি। আর তথ্যপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আসন মাত্র ৩০টি। পদার্থ, গণিত, রসায়ন, পরিসংখ্যান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিভাগে আসন একেবারেই কম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ বিভাগের প্রতি আগ্রহ তুঙ্গে থাকলেও আসন মাত্র এক হাজার ১৭০টি। এর মধ্যে ব্যবস্থাপনা, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস, মার্কেটিং, ফিন্যানসের প্রতিটিতে আসন ১৮০টি করে। ব্যাংকিং অ্যান্ড ইনস্যুরেন্সে ১২০টি, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন, ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ও ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসের প্রতিটিতে আসন ১১০টি করে। অথচ এই বিশ্ববিদ্যালয়েই এমন কিছু বিভাগ রয়েছে যেখানে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ একেবারেই কম। অন্য বিষয়ে সুযোগ না পেয়ে এখানে ভর্তি হতে হয়। পরে মাইগ্রেশন করে অনেকে চলেও যায়। ফলে কিছু আসন ফাঁকা পড়ে থাকে। কলা অনুষদের পলি ও বুড্ডিস্ট, উর্দু, সংস্কৃত এবং শান্তি ও সংঘর্ষ বিভাগের প্রতিটিতে আসনসংখ্যা প্রায় ১০০-এর কাছাকাছি। কর্তৃপক্ষ চাহিদাসম্পন্ন বিভাগে আসন না বাড়িয়ে এসব বিভাগও দিনের পর দিন রেখে দিয়েছে।

ইউজিসি সূত্র জানায়, চলতি শিক্ষাবর্ষে উচ্চশিক্ষায় মোট আসনসংখ্যা আট লাখ ২২ হাজার ৪৮৬টি। আগামী শিক্ষাবর্ষে এই সংখ্যা সামান্য বাড়বে। এর মধ্যে ৩৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসনসংখ্যা ৪৩ হাজার ৪০৭টি। আগামী শিক্ষাবর্ষে আরো চার হাজার আসন বাড়বে। তবে দুটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এখনো শিক্ষাকার্যক্রম শুরু করতে পারেনি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজে অনার্সে আসন সংখ্যা দুই লাখ চার হাজার ২০০টি এবং পাস কোর্সে দুই লাখ ৪০ হাজার। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আসনসংখ্যা ৩৪ হাজার। ৯৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষা কার্যক্রম চালু থাকা ৮১টিতে আসনসংখ্যা তিন লাখ ২৩ হাজার ৫১১টি। সরকারি ২২ মেডিক্যাল কলেজে আসন দুই হাজার ৯৫১, বেসরকারি ৫৩ মেডিক্যাল কলেজে আসন চার হাজার ২৭৫টি। সরকারি ৯ ডেন্টাল কলেজে আসন ৫৬৭ ও বেসরকারি ১৪ ডেন্টাল কলেজে আসন ৮৯০টি। সরকারি ছয় টেক্সটাইল কলেজে আসন ৪৮০, সরকারি একটি মেরিন একাডেমিতে আসন ৩০০টি, বেসরকারি ১৭ মেরিন একাডেমিতে এক হাজার ৩৬০টি। এ ছাড়া দুটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৫০ শিক্ষার্থীর ভর্তির সুযোগ রয়েছে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে চলতি শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সাত হাজার দুটি, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) এক হাজার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চার হাজার ৬৫০, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চার হাজার, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই হাজার ৮৪৫, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আড়াই হাজার, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক হাজার ২০০, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০০, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক হাজার ৭০৮, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক হাজার ৮০০, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই হাজার ৪৬৩ শিক্ষার্থীর ভর্তির সুযোগ রয়েছে। অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসনসংখ্যা সর্বোচ্চ এক হাজার থেকে সর্বনিম্ন ২০০ পর্যন্ত।